তারিখ ... 12 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ... .

যুগান্তর

ভালো কলেজ পাবে না ৬৫ হাজার মেধাবী

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েও অন্তত ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রী পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। মোট জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর তুলনায় ভালো কলেজে আসন সংকটের কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তাই দুর্দান্ত ফল করেও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

সরকার এরই মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময়সূচি ঘোষণা করেছে। আগামী ২৬ মে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। ওইদিন থেকে ৯ জুন পর্যন্ত অনলাইন ও এসএমএসে আবেদন

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ভালো কলেজ পাবে না ৬৫ হাজার মেধাবী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেয়া হবে। ১৮ জুন থেকে ১৩ দিন ধরে ভর্তি হওয়া যাবে। ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই। এ কারণে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই কলেজে ভর্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেয়া শুরু করেছে। বিশেষ করে বুধবার ফল প্রকাশের পর অনেকেই ভিকারুননিসা, আইডিয়াল, নটরডেম, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজসহ নামকরা বিভিন্ন কলেজে ভর্তি বিষয়ে খোঁজ নিয়েছে। যদিও শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীর পছন্দের ১০ কলেজ থেকে ভর্তির জায়গা ঠিক করে দেবে। কিন্তু প্রত্যেক কলেজ ভর্তির শর্ত নিজেরাই নির্ধারণ করবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও ভালো কলেজে ভর্তি সংকটের কথা স্বীকার করেছেন। সোমবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত এক সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভর্তির জন্য আমাদের প্রচুর আসন আছে। ভর্তি হতে চাইলে একজন শিক্ষার্থীও সুযোগবঞ্চিত থাকবে না। তবে বড় কলেজে ভর্তির সংকট ছিল, থাকবে।

চলতি বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৫ ধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১জন। জিপিএ-৫-এর চেয়ে কম কিন্তু জিপিএ-৪ কিংবা তার চেয়ে বেশি পাওয়া (৫<জিপিএ?৪) শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ৯ হাজার ৯৫১ জন। মূলত এই দুই ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে নামকরা বা ভালো কোনো কলেজে ভর্তি হওয়া। কিন্তু রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোসহ সারা দেশে জেলা পর্যায়ে ভালো কলেজের সংখ্যা তুলনামূলক কম। বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসেবে দেখা গেছে, সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩ হাজার ৭৫৭টি। যার মধ্যে মানসম্মত কলেজের সংখ্যা মাত্র পৌনে দু'শ। এসব কলেজে আসন সংখ্যা ৫০ হাজারের মতো। তাই ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি দেড় লাখও ভালো কলেজ টার্গেট করে, সেক্ষেত্রেই জটিলতা দেখা দেবে। তারা চাইলেও ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

এ বছর কেবল এসএসসি পরীক্ষায়, সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের জিপিএ-৫ ধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৯৬ হাজার ৭৬৯ জন। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে ৫ হাজার ৮৯৫ ও কারিগরি বোর্ডে ৭ হাজার ৯৭ জন আছে। সবমিলে এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বমোট ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। এসব শিক্ষার্থী শত চেষ্টা করলেও তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৬০ হাজার শিক্ষার্থী ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এ অবস্থায় জিপিএ-৫-এর নিচে জিপিএ-৩.৫ পর্যন্ত মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের জন্য অপেক্ষা করছে ঘোর অনিশ্চয়তা। পাস করার পরও এই ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি নেই। অভিভাবকরাও মনঃক্ষুণ্ন।

আবার এসএসসির পর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ঢাকাসহ বিভাগীয় বড় কলেজে ভিড় করে। কিন্তু শুধু জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদেরই সুযোগ করে দেয়ার মতো প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও দেশের বড় শহরগুলোয় নেই। ব্যানবেইসের হিসাবে, ঢাকা বিভাগে ৭০টি, রংপুর বিভাগে রয়েছে ২৯টি, বরিশাল বিভাগে ১২টি, রাজশাহী বিভাগে পাঁচটি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭টি, খুলনা বিভাগে ১১টি এবং সিলেট বিভাগে ২২টি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব কলেজে নিজ নিজ বিভাগের জিপিএ-৫ ধারীরা ভিড় করলেও সবার সংস্থান হবে না। সেক্ষেত্রে বাকিদের জন্য তেমন কোনো ভালো খবর প্রত্যাশা করা যায় না।

আবার রাজধানীতে মোট ১৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণী রয়েছে। এসব কলেজে মোট আসন আছে ৪৩ হাজার ৫১৯টি। এর মধ্যে ভালো মানের কলেজ আছে মাত্র ২০-২২টি, যেখানে আসন সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। বিপরীত দিকে ঢাকা বোর্ডেই এবার পাস করেছে ১ লাখ ৮০ হাজার ৫৮ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০ হাজার ৮৩৩ জন। আবার জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে রয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার ৫২৪ জন। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ কতটা থাকবে, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ভালো ফলের পর রাজধানীতে ছুটে আসাদের সুখবর নেই বললেই চলে। বরং জিপিএ-৪ এবং তারও কম নম্বর অর্জনকারীদের জন্য এ সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করবে।